দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 04 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

088

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য বাধ্যতামূলক রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ দানের ব্যবস্থা থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল বর্ণমালার জ্ঞান লাভ করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। ফলে, যখন তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় তারা না পারে পড়তে না পারে লিখতে। এভাবে তারা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ডিঙ্গিয়ে চলতে থাকে। দেখা গেছে যে, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীতে কোন জ্ঞান লাভই করতে পারে না। কিছু কিছু মেধাবী ছাত্র বই মুখস্থ করে ও বাকীরা নকল করে ইংরেজীতে পাশ করে থাকে। যখন তারা ৯ম শ্রেণীতে উঠে, তখন ইংরেজী বিষয় নিয়ে চোখে সরষে ফুল দেখে।

প্রায় ছাত্রই গৃহ শিক্ষকের আশ্রয় নেয়। গৃহ শিক্ষককে তাদের পাঠিতব্য বিষয় দাগিয়ে দাগিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর যারা টিউটর ধরতে পারে না; তারা নকল করে ইংরেজীতে পাশ করে নেয়। দেখা গেছে যে, যারা পাশ করে তাদের পদ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হয় না। তখন কি তাদের অধিকাংশই ইংরেজীতে নাম ধাম পর্যন্ত সঠিকভাবে লিখতে ও পড়তে পারে না। পরে, এস এস সি পাস করে, দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে একই কায়দায় ইংরেজীতে পাস করার ব্যবস্থা করে নেয়। এখন আমাদের প্রশ্ন, ১০টি শ্রেণীর লেখাপড়া শেষে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুই না শিখতে পারে, তবে এ শিক্ষা প্রবর্তনের মূল্য কি? এজন্য কারা দায়ী? ছাত্র-ছাত্রীরা না শিক্ষা ব্যবস্থা?

১০টি শ্রেণীতে যদি ইংরেজী সঠিকভাবে পাঠ দানের ব্যবস্থা থাকতো তা হলে তারা ইংরেজীতে উচু স্তরে লেখাপড়া করতে ভর্তি হতো না। গতানুগতিক কায়দায় ও দায়সারাভাবে ইংরেজী চালু থাকায় আজ ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী নিতে ভয় পায়। অবশ্য সরকার ইংরেজীকে ২য় ভাষা হিসেবে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত দেরীতে হলেও আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কেননা, ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক বলিষ্ঠ ভাষা। এ ভাষা বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নতি মোটেই সম্ভব নয়।

তবে, আসল কথা হচ্ছে, বর্তমান কায়দায় ইংরেজী উচু স্তরে চালু করলে কোন ফল হবে না। যদি ছাত্রী-ছাত্রীরা গোড়া থেকে মৌলিক জ্ঞান লাভে সমর্থ না হয়। তবে তারা উচু স্তরসমূহে ইংরেজী পড়েও লাভবান হবে না।

কারণ, আজকাল বহু ছাত্রী-ছাত্রী বি, এ, এম, এ, পাস করেও ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখা দূরের কথা, দু'একটি লাইনও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। তা হলে, এসব ছাত্র-ছাত্রীর এত বড় বড় ডিগ্রী লাভ করে কি করে? বৃটিশ আমলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস করে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীতে রচনা ও চিঠিপত্র লিখতে পড়তে পারতো। সে আমলে ওল্ডস্কীম ও নিউস্কীম মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজীসহ বাংলা ভাষা বিশেষভাবে পাঠ দানের ব্যবস্থা ছিল। তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস করে চিন্তামূলক রচনা লিখতে পারতো। আজকাল বি, এ, এম, এ, পাস ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। আমাদের মতে, ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজী অবশ্যই প্রবর্তন করতে হবে এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এমনিভাবে ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীতে মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী হয়।

—আবু মোহাম্মদ আদীল